জাঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জাঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সুলভ ভাণ্ডার

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।

নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ — চাউলপটি

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 1st Aug. 1956 { ১২শ সংখ্যা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১১২ খাং ডিঃ বিবি দেল আফরোজ খাতুন দেং পাঁচু মণ্ডল দিং দাবি ১৭৯৷৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ১-২১ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ১২০৲ খং ৪১৪

১১৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫২৸৵০ মৌজাদি ঐ ৩৩ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৩০৲ খং ৪১৪

১১৭ খাং ডিঃ ঐ দেং নাথু মণ্ডল দিং দাবি ৮৮৸৵০ মৌজাদি ঐ ৫১ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৫০৲ খং ৪২২

১১৯ খাং ডিঃ ঐ দেং নাথু মণ্ডল দাবি ১৩৬৷৵০ মৌজাদি ঐ ৭২ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৭০৲ খং ৪৩২

১২২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৭৲ মৌজাদি ঐ ৫০ শতকের কাত ৯৸০ আঃ ৫০৲ খং ৪৩১

১২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭৷৵০ মৌজাদি ঐ ১২ শতকের কাত ২৷১০ আঃ ১০৲ খং ৪১৮

১২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৭৲৩ মৌজাদি ঐ ৫৫ শতকের কাত ৯৷৵০ আঃ ৫৫৲ খং ৪১৫

১২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩১৷৷৵৯ মৌজাদি ঐ ৪২ শতকের কাত ৭৷৷৵০ আঃ ৪০৲ খং ৪০৬

১১৬ খাং ডিঃ ঐ দেং পাঞ্চি মণ্ডলানী দাবি ৬৯৷০ মৌজাদি ঐ ২৯ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৩০৲ খং ৪০০

১২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৯৵৯ মৌজাদি ঐ ৩২ শতকের কাত ৬৷৵০ আঃ ৩০৲ খং ৩৯৯

১১৮ খাং ডিঃ ঐ দেং হরগোবিন্দ মণ্ডল দিং দাবি ১৩১৷৷৵০ মৌজাদি ঐ ৬৬ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৬৫৲ খং ৪০৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

"সত্যমেব জয়তে"

—•—

ভারত ১৯৪৭ অব্দের ১৭ই আগষ্ট স্বাধীনতা নামক বহু প্রত্যাশিত দেবদুর্লভ রত্ন পাওয়ার পর ভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ "সত্যমেব জয়তে"—এই মহাবাক্যকে দেবাক্ষরে সরকারী কাগজ পত্রের শীর্ষ-দেশে মুদ্রিত করিয়া রাজ্যের সত্যপ্রিয়তা সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জনকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সত্যকে প্রাচীন ঋষি কবিগণ বহু উচ্চে স্থান দিয়াছেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল অপেক্ষা সত্য কত বড় তাহা তাঁহাদের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে প্রমাণিত হইবে।

"অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে।"

স্বর্গত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্লোকটির সহজ বোধ্য বাংলা করিয়া কবিতায় লিখিয়াছেন—

"দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দাও—
সত্যকথা-ফল অন্য দিকেতে চাপাও,
তুলাদণ্ডে করি তৌল, দেখিবে নিশ্চয়—
সহস্রাশ্বমেধ হইতে সত্য ভারী হয়।"

ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পণ্ডিত কবি বলিয়াছেন—

"সাচ্ বরাবর পুণ্ (য) নেহি হৈ
ঝুট্ বরাবর পাপ।
যাকো হিরদে (হৃদয়ে) সাচ্ হৈ
তাকো হিরদে আপ্।"

বঙ্গানুবাদ—

সত্যের তুল্য পুণ্য নাই, মিথ্যার মত পাপ নাই। যার হৃদয়ে সত্য আছে তার হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান বিরাজ করেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজী ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ পরিভ্রমণান্তে দিল্লীর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের [illegible]-শতবার্ষিকী সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিয়াছেন—"বাহিরে ভারতের "প্রেষ্টিজ" (মর্য্যাদা) কত উচ্চ তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বিশ্বের লোক ভারতবাসীর নিকট অনেক কিছু আশা করে, এ সুসংবাদও তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।" নেহেরু শাসিত ভারতের প্রশংসা অন্যের মুখে শুনিতে যেমন শ্রুতিমধুর মনে হইত, স্বয়ং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালের মুখে শুনিয়া ইহা আত্ম-প্রশংসাবাদ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ইহা বাংলা দেশে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের জলন্ত উদাহরণ—

"আপনি রাঁধি আপনি খাই,
আপনার রান্নায় বলিহারি যাই।"

তাঁহার এবম্বিধ দম্ভোক্তি শুনিয়া তাঁহার ভাগ্য-বিধাতাও যেন বিরক্ত হইয়াছেন। কারণ তাঁহার কায়ার সনে ছায়ার মত যে ব্যক্তি এতদিন কাটাইয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই যেন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া ছাড়িলেন।

শ্রীচিন্তামণ দেশমুখের নামের "চিন্তামণ" অংশটুকু সংস্কৃত "চিন্তামণি" শব্দের চলিত প্রয়োগ বলিয়া মনে হয়। ইনি কংগ্রেস সরকারের কেন্দ্রীয় বিভাগের অর্থ সচিব নিযুক্ত হইলেও ইনি কংগ্রেসী নহেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজী তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া বে-দল হইতে লইয়া তাঁহাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

কিছুদিন আগে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের বেকুবিতে আবুহোসেনীর জন্য অনেক ব্যাপারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" প্রবঞ্চকগণ কর্ত্তৃক ঠকাইয়া লওয়ার আলোচনা হইতেছিল, তখন অর্থ-মন্ত্রী এই চিন্তামণ দেশমুখ জীপ কেলেঙ্কারী ব্যাপারটি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া উহা একেবারে চাপা দিয়া দেশের মুখ রাখার পরামর্শ দিতে লজ্জা অনুভব করেন নাই। তখন ভাগ্যমান প্রধান মন্ত্রীর মুখ চাহিয়া কথা বলিতে অভ্যস্ত ছিলেন। নেহেরুজী হাসিলে হাসিতেন, চিন্তান্বিত হইলে ভাবিতেন। সরকারী টাকা দরিয়া মে গেলে দেশমুখের ব্যথা ছিল না। বাজীকরেরা যেমন খেলা দেখাবার সময় চীৎকার ক'রে বলে—লাগ ভেল্কী লাগ! আমাকে ছেড়ে সকলকে লাগ!" আজ তাঁর নির্ব্বাচন কেন্দ্র কোলাবা, বোম্বাই প্রদেশের ভেল্কীতে তিনি জড়িত। আজ কায়া যেমন লাথি তুলিয়াছে, ছায়াও তেমনি পদোত্তোলন করিতে ছাড়ে নাই। লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া যে বিবৃতি দেশমুখ দিয়াছেন, তাহাতে বিরোধী দল আনন্দ করিয়া উল্লাস-ধ্বনি করিয়াছেন, আর কংগ্রেসী দল নির্ব্বাক হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অভিযোগ শ্রবণ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর এবং তাঁহার পোঁ-ধরা কয়েক জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধি-বহির্ভূত বে-আইনী খামখেয়ালী সিদ্ধান্তের দাবি করিয়াছেন। বোম্বাই এর ৮০ জন নরহত্যা ও ৪৫০ জনকে আহত করার তদন্ত না করায় দায়ী করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীদেশমুখের বিবৃতির অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা যেন অভিযোগের তুলনায় পান্‌সে বলিয়া মনে হইতেছে।

"সত্যমেব জয়তে" মহাবাক্যটি যেন নেহেরুর "ভারতের প্রেষ্টিজ" এর অতি গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই ব্যাপারের সংঘটন করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর অনুগত অর্থ-সচিব আজ যে ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমাদের গ্রাম্য প্রবাদ—

"বিধি বিমুখ হ'লে কোমরের কোমরবন্ধ সাপ হ'য়ে ছোবল মারে।" এই বাক্যই মনে পড়ে।

ধনীর একমাত্র দুলাল মা বাপের আদর পাইয়া অধীনস্থ বেয়ারা বাবুচ্চিদের চাবুক মারিয়া পৃষ্ঠদেশ রক্তারক্তি করিলে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব্বে কালাবাজারী ও ভেজালওয়ালাদের "লাইট পোষ্টে" ফাঁসিতে ঝুলাইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখিল না। তেমনি যখন তখন যে সে ব্যাপারে উন্মত্ত মেজাজে—"ইহা কখনও বরদাস্ত করা হইবে না—কঠিন হস্তে দমন করা হইবে" বলিয়া ভীতি প্রদর্শন অন্তঃসার বিহীন বলিয়াই মনে হয়। কঠোর হস্তে নাগাদের দমন করা, বাংলার বাতুলদের পাগলা গারদে পাঠানো, উড়িষ্যায় দুঃখীদের চাবুক প্রহার, শিবাজীর জাতিকে গিরিগহ্বরে প্রেরণ, পাঞ্জাবের অবাধ্যদের সায়েস্তা করার কথা হাওয়াতেই বিলীন হইল। কিন্তু যে সমস্ত নর-নারী-শিশু এই পঞ্চশীলের প্রচারক শাসিত দেশে কুকুর শেয়ালের মত বধ হইল, ইহা দেখিয়া

প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশে চলে—দেশে দেশে শান্তি প্রচারের আগে একবার—

"ঘরের পানে তাকা।
এ যে কফ-ভরা রুমালের মত
বাইরে একটু আতর মাখা।
ঘরের পানে তাকা।"

ইলিশ-কথা

(রস রচনা)

শ্রীসু-মো-দে

টাকায় দু'টি ইলিশ ছিল
ক'টি বছর আগে,
সে সব কথা এ দুর্দ্দিনে
স্বপ্ন মত জাগে।

কাঁচা ইলিশ সিদ্ধ ভাতে
ভাজা ইলিশ রুটির সাথে,
ইলিশ-মাথা পুঁইএর শাকে
খেতে চমৎকার,
ইলিশ-ডিমের চাট্‌নিটিও
স্বাদ্ না লাগে কার ?

পাঁচ টাকা সের দর ইলিশের
ন'সিকে সের মূল্য তেলের,
কয়লার দাম দু' টাকা মণ
হায় কি হ'ল কাল,
দশ আনা সের যে কোন ডাল
তিরিশ টাকা চাল।

জঙ্গিপুরের ভাই-বোনেরা
পরম স্নেহ ভরে,
খাওয়াবে কে ইলিশ মোরে
নেমন্তন্ন করে ?

কেদারনাথ-স্মৃতি শীল্ড

আগামী ৪ঠা আগষ্ট শনিবার হইতে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বহড়া গ্রামে "কেদারনাথ-স্মৃতি শীল্ড" এর খেলা আরম্ভ হইবে। উক্ত খেলায় বিভিন্ন স্থানের ২৬টী টিম যোগদান করিয়াছে।

সর্প-দংশনের ঔষধ

জঙ্গিপুরের নিকটস্থ ব্রাহ্মণটুলি গ্রামের স্বর্গীয় অধরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতামহের স্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত "রামচন্দ্র দাতব্য ঔষধালয়ে" সর্পদংশিত রোগীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কতকগুলি ঔষধ দান করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি আবশ্যক মত উক্ত ঔষধ লইতে পারিবেন।

পশ্চিম বঙ্গে মজুতের জুত

পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায় কয়েক দিন আগে বিধান সভায় বলিয়াছেন—মজুতকারীর দণ্ড-দানের ব্যবস্থা রাজ্য-সরকারের এলাকার বাইরে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সে অনুমতি চাহিয়া পাওয়া যায় নাই। সুতরাং মজুত করার জুত থাকিয়া যাইবে বোধ হয় চিরদিনই।

পাকীস্থানে মজুতের বেজুত

পূর্ব্ব পাকীস্থানের গবর্ণর জনাব ফজলুল হক সাহেব। তিনি নিজের দেনার ও সুদ দিবার কষ্ট উপলব্ধি করিয়া যখন অখণ্ড বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন সুদখোরদের দফা ঠাণ্ডা করিয়া "ডেট্ সেটেলমেণ্ট" আইন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকীস্থানে অন্নকষ্টের সময় মজুতকারী মুনফালোভী-দের সায়েস্তা করার জন্য যে দাওয়াই দিতে সুরু করিয়াছেন, তদনুসারে বগুড়া, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে মজুতকারীদের প্রকাশ্য ফুটবলের মাঠে অগণিত দর্শকের মাঝে খাদ্যমজুতাপরাধীদের জাঙ্গিয়া পরাইয়া কোমরে দড়ি দিয়া জোরে জোরে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে। দুই ব্যক্তি ১০ ঘা দণ্ডের ৫ ঘা খাইয়া অচৈতন্য হয়। তখন সিভিল সার্জ্জেনের ব্যবস্থায় তখনকার মত বেত মারা স্থগিত রাখা হয়। পরে সুস্থ হইলে বকেয়া বেত মারা হইবে। তার উপর ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ৪ জন দর্শকও বেত মারা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১০৩ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং পঙ্কজ-কুমার সাহা দিং দাবি ২০৫৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে প্রসাদপুর ৩-৫৯ শতকের কাত ৩২৷৶২ আঃ ৩৫৲ খং ১৮৪

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৯১ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং সুরাইন সেখ দিং দাবি ২৭৸৩ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ১১১ শতকের কাত ৩৷০ আঃ ১০০৲ খং ৩৭

রঘুনাথগঞ্জ টিউটোরিয়াল হোম

আই, এ ; আই, এস্, সি ; আই, কম ; বি, এ।

কৃতী অধ্যাপকমণ্ডলী।

শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের জন্য কনসেসন।

৬ই আগষ্ট ক্লাস সুরু।

সময় সকাল সন্ধ্যা।

সম্পাদক—শ্রীকমলারঞ্জন সরকার, রঘুনাথগঞ্জ।

নোটীশ

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাথমিক ভোটার তালিকা বুধবার ১লা আগষ্ট, ১৯৫৬ তারিখে নিম্নলিখিত স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১।	জঙ্গিপুর কলেজ	—	১নং ওয়ার্ড
২।	জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসা	—	২নং ,,
৩।	জঙ্গিপুর হাই স্কুল	—	৩নং ,,
৪।	মিউনিসিপ্যাল অফিস	—	৪নং ,,
৫।	রঘুনাথগঞ্জ থানা	—	৫নং ,,
৬।	দেবীদাস চন্দ্রের দোকান	—	৬নং ,,
৭।	মহম্মদ ইয়াকুবের বাড়ী	—	৭নং ,,

কাহারও নাম বাদ পড়িয়া থাকিলে বা কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে টাঙ্গাইবার তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে Registering Authorityকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস
১।৮।৫৬

স্বাঃ শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়,
পৌর-সভাপতি।

বিজ্ঞাপন

১। এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে একটী ১০০ ডিম ধারণক্ষম Hatching Machine (কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত) সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ নিন।

২। রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন সোনাটিকুরী মৌজায় সমবায় সমিতির যে পোলট্রি ফার্ম্মের জায়গা ও গৃহাদি আছে—সত্বর সুলভে বিক্রয় হইবে। খরিদেচ্ছু ব্যক্তিগণ সমিতির সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার (উকিল)
সম্পাদক, রঘুনাথগঞ্জ-প্রতাপপুর-সোনাটিকুরী সমবায় সমিতি লিমিটেড, রঘুনাথগঞ্জ।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত